গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
সমন্বয়-৫ অধিশাখা

বর্তমান সরকারের ৭ বছরের অগ্রগতির প্রতিবেদন

২০০৯ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) এবং জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের আলোকে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে দারিদ্র বিমোচন, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, জনসংখ্যা, পরিবেশ, দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলাসহ প্রভৃতি খাতে বৈদেশিক অর্থায়ন সংগ্রহের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। গত সাত বছরে উন্নয়ন সহযোগিদের আর্থিক সহযোগিতায় সর্বমোট ৬১৪টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং এসব প্রকল্পে মোট প্রতিশ্রুত অর্থের পরিমান ৩২.৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এছাড়া জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে দেশে গুরুত্বপূর্ণ সেতু, উড়াল সেতু এবং মেট্রো-রেল নির্মাণ এবং দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ সংক্রান্ত প্রকল্পে বৈদেশিক সহায়তা সংগ্রহ করা হয়েছে।

বিগত সাত বছরে (২০০৯/১০ হতে ২০১৫/১৬ অর্থ বছর) সরকারের গৃহীত কার্যক্রম

২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Millennium Development Goals), ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের আলোকে ২০০৯ সাল হতে সরকার উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সম্পদ সংগ্রহের পাশাপাশি বিদ্যুৎ, সেতু, সড়ক ও রেলসহ অবকাঠামোখাতে বিনিয়োগ বাড়তে সরকার বৈদেশিক সহায়তা সংগ্রহ কার্যক্রম জোরদার করে। সরকার সম্প্রতি ৭ তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। ৭ তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং ২০১৫ পরবর্তী টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals) অর্জনে প্রয়োজনীয় সরকারি বিনিয়োগ নিশ্চিতকল্পে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বৈদেশিক অর্থায়ন সংগ্রহের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

বৈদেশিক সাহায্য সংগ্রহঃ

বৈদেশিক সাহায্য সংগ্রহ কার্যক্রমের আওতায় ২০০৯-১০ অর্থ বছর হতে ২০১৫-১৬ (ফেব্রুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত) অর্থ বছর পর্যন্ত মোট ৩২.৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে (কমিটমেন্ট)। এর মধ্যে অনুদান (গ্রান্ট) ও ঋণ (লোন) এর পরিমান যথাক্রমে ৪.৭০ ও ২৭.৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ এ সাতটি অর্থ বছরের কমিটমেন্টর বার্ষিক গড় হার ৪.৬৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। একই সময়ে অর্থাৎ ২০০৯-১০ অর্থ বছর হতে ২০১৫-১৬ (ফেব্রয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত) অর্থ বছর পর্যন্ত মোট বৈদেশিক সাহায্য ছাড়ের (ডিসবার্সমেন্ট) পরিমান ১৭.১৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ এ সাতটি অর্থবছরে ডিসবার্সমেন্টের বার্ষিক গড় হার ২.৪৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ছাড়কৃত (ডিসবার্সড) বৈদেশিক সহায়তার মধ্যে ঋণ ও অনুদানের পরিমান যথাক্রমে ১২.৮৬ ও ৪.২৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০৯-১০ হতে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বছরওয়ারী বৈদেশিক সাহায্যের কমিটমেন্ট ও ডিসবার্সমেন্ট নিম্নের সারণি-১ এ উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি-১: কমিটমেন্ট ও ডিসবার্সমেন্ট

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থ বছর	অর্জিত কমিটমেন্ট			ডিসবার্সমেন্ট		
	অনুদান	ঋণ	মোট	অনুদান	ঋণ	মোট
২০০৯-১০	৫৫৫.১৫	২৪২৮.৫৩	২৯৮৩.৬৮	৬৩৯.১৭	১৫৮৮.৬০	২২২৭.৭৭
২০১০-১১	৬৩০.৪৬	৫৩৩৮.১৭	৫৯৬৮.৬২	৭৪৫.১০	১০৩১.৬৪	১৭৭৬.৭৪
২০১১-১২	১৪৪১.৩৭	৩৩২৩.১৫	৪৭৬৪.৫২	৫৮৭.৯৯	১৫৩৮.৪৮	২১২৬.৪৭
২০১২-১৩	৫৫৪.৫৩	৫৩০০.০৮	৫৮৫৪.৬১	৭২৬.২৭	২০৮৪.৭৩	২৮১১.০০
২০১৩-১৪	৪৯৭.৮২	৫৩৪৬.৪০	৫৮৪৪.২২	৬৮০.৭৩	২৪০৩.৬৬	৩০৮৪.৩৯
২০১৪-১৫	৪৯৩.৬৬	৪৭৬৪.৮১	৫২৫৮.৪৭	৫৭০.৮৩	২৪৭২.২৫	৩০৪৩.০৭
২০১৫-১৬ (ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ পর্যন্ত)*	৩২৭.৯৭	১৩৯৬.৮২	১৭২৪.৭৯	৩৩৩.১৫	১৭৩৮.৩৬	২০৭১.৫০
২০০৯-১০ হতে ২০১৫-১৬ (ফেব্রুয়ারী ২০১৬) মোট	৪৫০০.৯৬	২৭৮৯৭.৮৫	৩২৩৯৮.৯১	৪২৮৩.২৫	১২৮৫৭.৭২	১৭১৪০.৯৫

*২০১৫-১৬ অর্থ বছরের সকল তথ্য ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ পর্যন্ত।

বিশ্বের বিভিন্ন দ্বি-পাক্ষিক (Bilateral) এবং বহু পাক্ষিক (Multilateral) উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট হতে বাংলাদেশ বৈদেশিক সাহায্য আহরণ করে থাকে। এর মধ্যে বিশ্বব্যাংক, এডিবি, ইউএন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, আইডিবি প্রভৃতি বহু-পাক্ষিক এবং জাপান, চীন, ইউকে, নরডিক দেশসমূহ প্রভৃতি দ্বি-পাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগীরা বাংলাদেশের অবকাঠামো ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। বর্তমান সরকারের সময়ে যে সকল দ্বি-পাক্ষিক ও বহু-পাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট হতে উল্লেখযোগ্য বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া গেছে তা লেখচিত্র-১ এ দেখা যেতে পারে।

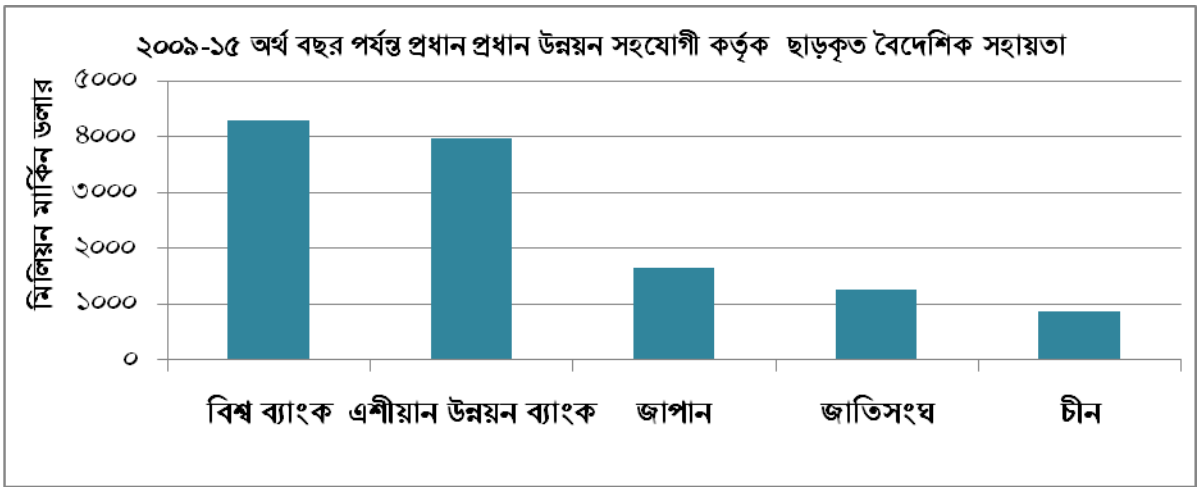

লেখচিত্র-১

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং বৈদেশিক সাহায্যঃ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) অর্থায়নে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতার প্রবণতা ক্রমহ্রাসমান হলেও এখনও উল্লেখযোগ্য অংশ বৈদেশিক সাহায্য হতে নির্বাহ করা হয়ে থাকে। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে এডিপি'র আকার ছিল ৩০,৫০০ কোটি টাকা যার মধ্যে বৈদেশিক সাহায্যের মোট পরিমান ছিল ১২,৮৪৫ কোটি টাকা যা মোট এডিপি আকারের ৪২.১১%। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এডিপি'র আকার দাড়িয়েছে ১,০০,৯৯৬ কোটি টাকা যার মধ্যে বৈদেশিক সাহায্যের মোট পরিমান ছিল ৩৪,৫০০ কোটি টাকা যা মোট এডিপি আকারের ৩৪.১৬%। অনুরূপভাবে ২০০৯-১০ অর্থ বছরে আরএডিপি'র আকার ছিল ২৮,৫০০ কোটি টাকা যার মধ্যে বৈদেশিক সাহায্যের মোট পরিমান ছিল ১১,৩০০ কোটি টাকা যে মোট এডিপি আকারের ৩৯.৬৫%। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে আরএডিপি'র আকার অদ্যাবধি চুড়ান্ত হয়নি, তবে আরএডিপি'র জন্য প্রস্তাবিত বৈদেশিক সাহায্যের মোট পরিমাণ ২৯,১৬০ কোটি টাকা। বিগত পাঁচটি অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে বৈদেশিক সাহায্যের অবদান এবং বৃদ্ধির হারের চিত্র লেখচিত্র-২ এ দেখা যেতে পারে।

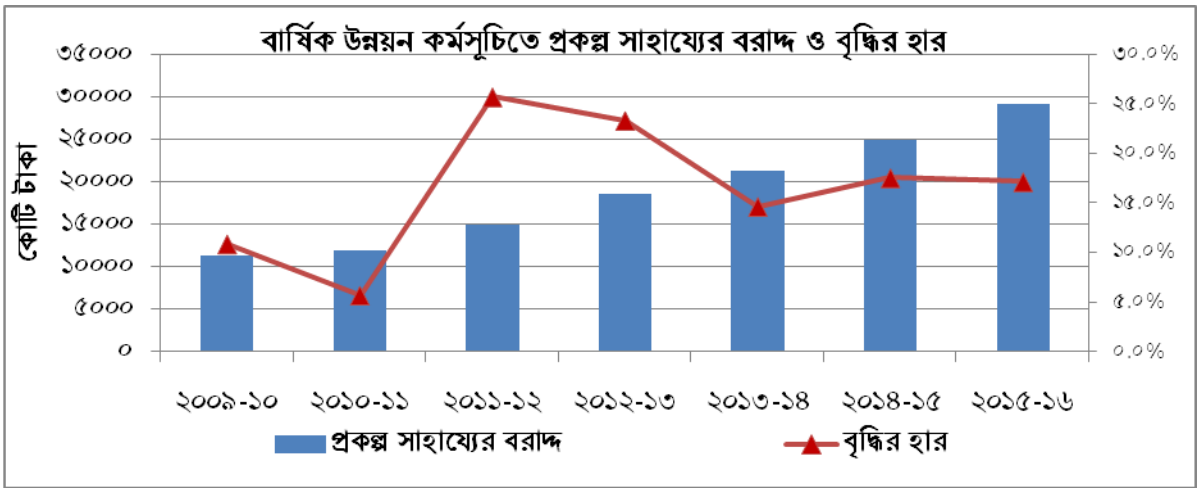

লেখচিত্র-২

২০০৯-১০ হতে ২০১৫-১৬ অর্থ বছর পর্যন্ত পাওয়ার সেক্টরে সবচেয়ে বেশী প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দ করা হয়। এ মেয়াদে বৈদেশিক সাহায্যের সর্বাধিক বরাদ্দপ্রাপ্ত ৫ টি সেক্টরের তথ্য নিম্নের লেখচিত্র-৩ এ উপস্থাপন করা হলোঃ

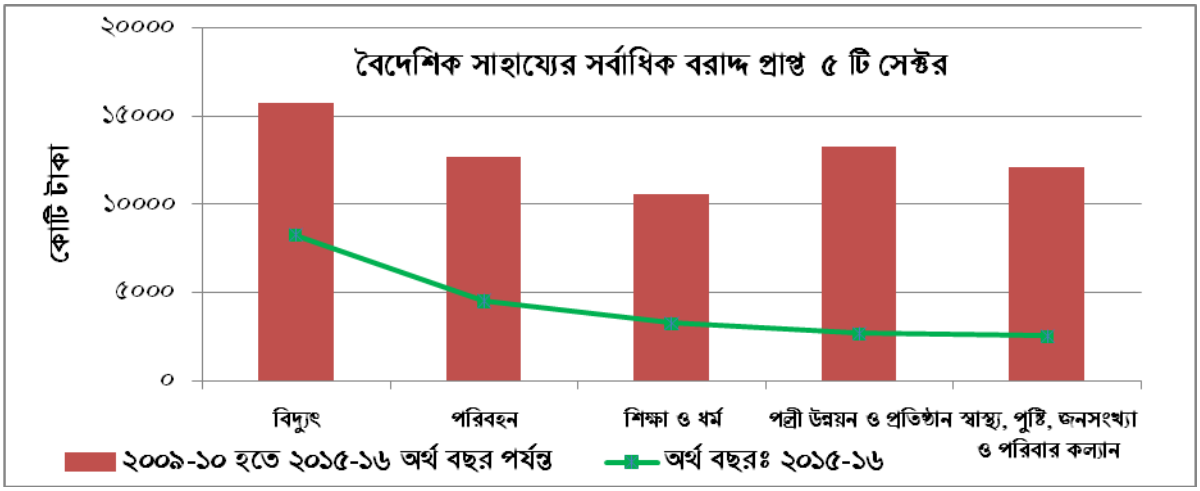

লেখচিত্র-৩

প্রকল্প সাহায্যের ব্যবহার বৃদ্ধিতে গৃহীত উদ্যোগঃ

এডিপি-ভুক্ত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত প্রকল্প সাহায্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহন করে আসছে। বিগত কয়েক বছর থেকে অর্থনৈতিক সম্পর্ক

বিভাগের উইং প্রধান পর্যায়ে বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ, উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে ত্রি-পক্ষীয় পোর্টফলিও সভা করে। ধীর গতির প্রকল্পসমূহের সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব পর্যায়ে দ্বি-বার্ষিক এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রী পর্যায়ে বার্ষিক সভা করে থাকে। পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করার ফলে বৈদেশিক সহায়তার ব্যবহারের পূর্বের তুলনায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে যা নিম্নের লেখচিত্র-৪ দেখা যেতে পারেঃ

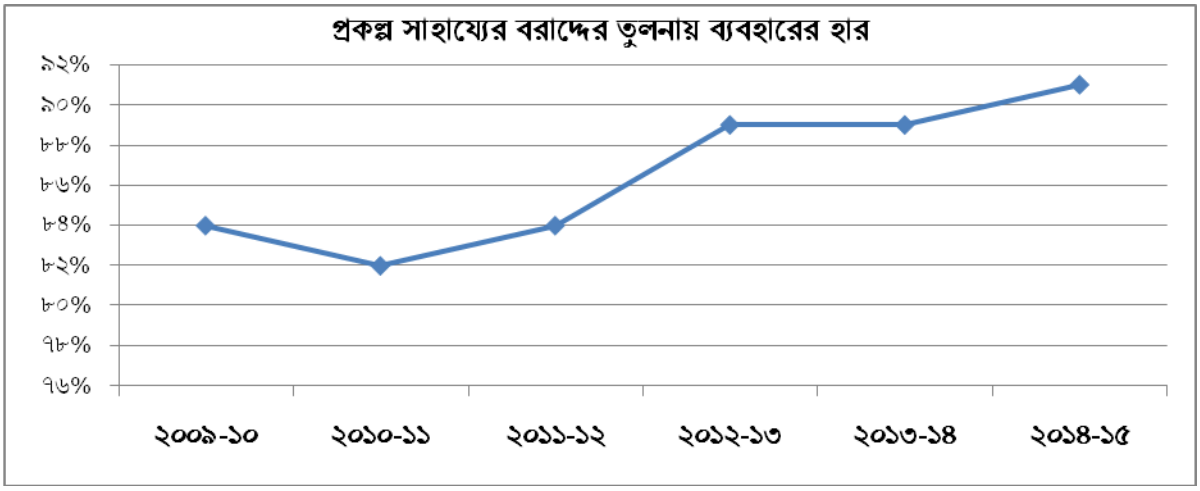

লেখচিত্র-৪

জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও বড় প্রকল্পের বাস্তবায়ন গতিশীল করার লক্ষ্যে ফাস্ট ট্র্যাক প্রজেক্ট মনিটারিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটির সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। বর্তমানে পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প, ২x৬০০ মৈত্রী সুপার থারমাল (রামপাল) প্রকল্প, রুপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মান প্রকল্প, ঢাকা মাস রেপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট (মেট্রো রেল) প্রকল্প, এলএনজি টার্মিনাল নির্মান প্রকল্প, সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মান প্রকল্প, মাতারবাড়ি ২x৬০০ মেঃওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল্ড ফায়ারড প্রকল্প ও পায়রা সমুদ্র বন্দর প্রকল্পসমূহকে ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্প হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। তাছাড়া, সম্প্রতি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ প্রকল্প বাস্তবায়ন গতিশীল করার লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে কাঠামোগত এবং নীতিগত পরিবর্তনের কতিপয় প্রস্তাব উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য পেশ করেছে।

বৈদেশিক সহায়তার ব্যবস্থাপনা ডিজিটালাইজেশনঃ

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ইতোমধ্যেই উন্নয়ন সহয়োগীদের নিকট হতে Real Time Data সংগ্রহের লক্ষ্যে এইড ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এইমস্) তৈরী ও চালু করেছে। ইতোমধ্যে ১৪ টি উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থা এ সিস্টেমে বৈদেশিক সাহায্যের কমিটমেন্ট এবং ডিসবার্সমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করছে। ভবিষ্যতে সকল উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থা এ সিস্টেমে সরাসরি তথ্য প্রদান করবে। তাছাড়া বৈদেশিক সাহায্যের পাইপলাইন প্রকল্প, বাজেট, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দ প্রদান ও ব্যবহার পরিবীক্ষণের জন্য ফরেন এইড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (FAMS) তৈরীর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এই ওয়েব-ভিত্তিক সিস্টেমের দ্বারা প্রকল্প, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা/বিভাগ/মন্ত্রণালয়সমূহ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সাথে সংযুক্ত হবে। এর ফলে বৈদেশিক সাহায্যের বাস্তবভিত্তিক বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন গতিশীল করা সম্ভব হবে।

বৈদেশিক ঋণের ধারণক্ষমতা (debt sustainability)-এর সন্তোষজনক অবস্থাঃ

২০০৯-২০১০ অর্থ বছর হতে বিনিয়োগ চাহিদা পুরণে পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় অধিক হারে বৈদেশিক সহায়তা আহরন করা হয়। উপরুন্তু, কতিপয় অবকাঠামো নির্মাণে অনমনীয় বৈদেশিক ঋণও সংগ্রহ করা হয়।

বিচক্ষণ ঋণ নীতি (prudent borrowing policy) পরিপালনের অর্থাৎ সিংহভাগই ঋণই দীর্ঘ মেয়াদী ও নমনীয় প্রকৃতির সংগ্রহ করার ফলে বৈদেশিক ঋণের ধারণক্ষমতা (debt sustainability) আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবহৃত সূচঁক বিবেচনায় সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে। সারণি-২ এ বৈদেশিক ঋণের ধারণক্ষমতা (debt sustainability) তুলনামূলক পরিস্থিতি দেখা যেতে পারেঃ

সারণি-২: বৈদেশিক ঋণের ধারণক্ষমতা (debt sustainability) তুলনামূলক পরিস্থিতি

সূচক	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	ঝুঁকি সীমা
বৈদেশিক ঋণের স্থিতি				
জিডিপি তুলনায়	১৬.৬১%	১৫.৫৬%	১৩.৬২%	৪০%
পন্য ও সেবা রপ্তানী+ রেমিটেন্স তুলনায়	৫৬.৩৭%	৫৭.৫৯%	৫৪.১২%	১৫০%
বৈদেশিক ঋণের আসল ও সুদ পরিশোধ				
পন্য ও সেবা রপ্তানী+ রেমিটেন্স তুলনায়	৮.৫৮%	৬.৪০%	৫.১২%	২০%
রেভিনিউ তুলনায়	২৩.৪৫%	১৬.৪৭%	১৩.৪০%	৩০%

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমঃ

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং USAID এর মধ্যে ৫৭১.৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদানের প্রতিশ্রুতি সংবলিত Development Objective Grant Agreement (DOAG) শীর্ষক ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তির স্বাক্ষরিত হয়েছে। Islamic Development Bank (IDB) এবং বাংলোদেশ সরকারের মধ্যে বাংলাদেশে IDB Country Gateway Office স্থাপন সংক্রান্ত চুক্তি এবং IDB এর সহায়তায় নির্মিত সাইক্লোন সেন্টারসমূহ সরকারি সম্পত্তি হিসেবে গন্য সংক্রান্ত Memorandum of Cooperation স্বাক্ষরিত হয়েছে।

Bangladesh Development Forum (BDF)

বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার অভিপ্রায়ে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগিতাকে কাঙ্খিত পর্যায়ে নেয়ার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ গত ১৫-১৬ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম আয়োজন করে। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এ ফোরাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে Asia Infrastructure Investment Bank এর সভাপতি Mr. Jin Liqun ও এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট Mr. Wencai Zhang উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় অর্থ মন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত সভাপতিত্ব করেন।

সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে এগিয়ে নেয়ার কর্ম-কৌশল গ্রহণের বিষয়ে এ ফোরামে বিভিন্ন কর্ম-অধিবেশনে আলোচনা হয়। এ ফোরামে সরকারের গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচির প্রশংসা করে উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থাসমূহ সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডের প্রতি সহায়তা চলমান রাখার প্রতিশ্রুতি দেন। এ ফোরামের মাধ্যমে ইআরডি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সাফল্যকে উন্নয়ন সহযোগীদের সামনে সাফল্যের সাথে তুলে ধরেন। বাংলাদেশের উন্নয়নকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম- ২০১৫ শেষে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীরা একটি যৌথ ইশতেহার স্বাক্ষর করে। বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম ২০১৫ বর্তমান সরকারের অর্থনৈতিক কূটনীতির সাফল্যে নতুন পালক সংযোজন করেছে।

Sustainable Development Goals (SDG)

SDG এর ১৭টি goal সম্পৃক্ততায় ১৬৯ টার্গেট যা ১ জানুয়ারি ২০১৬ থেকে কার্যকর হয়েছে। ২০৩০ সাল পর্যন্ত এগুলোই global development agenda প্রভাবান্বিত করবে। Sector priority demand এবং implementation capacity পর্যালোচনা করে timely fashion –এ বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পসমূহের বিপরীতে borrowing plan কে সুসংহত এবং sustainable করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

South-South Cooperation (SSC)

ক্রমহ্রাসমান গতানুগতিক উন্নয়ন সহায়তার বহুমুখীকরণ এবং পরিপুরক হিসেবে দক্ষিণের দেশগুলোর মধ্যে South-South Cooperation এবং Triangular Cooperation (SSC এবং TrC) এর প্রচলন শুরু হয়। পরিবর্তিত বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals) অর্জন এবং ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে SSC এবং TrC এর বিশেষ ভূমিকা অপরিহার্য হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে।

এ অপরিহার্যতা বিবেচনায় নিয়ে দক্ষিণের দেশগুলোর উন্নয়নের জন্য অর্থায়নের উপায় উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর (Technology Transfer) প্রক্রিয়াকে গতিশীল করার লক্ষ্যে South-South ও Triangular Cooperation কে আরও কার্যকর করা এবং গৃহিত পদক্ষেপসমূহের বাস্তবায়ন পন্থা নিরূপনে বিগত ১৭-১৮ মে, ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশে "High Level Meeting on "South-South and Triangular Cooperation in the post 2015 development agenda: Financing for Development in the South and Technology Transfer -শীর্ষক আন্তর্জাতিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত আন্তর্জাতিক সভায় বিশ্বের ৪৫টি দেশ ও ১৬টি সংস্থার উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিসহ দেশী/বিদেশী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ আন্তর্জাতিক সভার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। কৃষি, তথ্য ও প্রযুক্তি, টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু অর্থায়ন, Public Private Partnership এর মাধ্যমে উন্নয়নের নিমিত্ত বিকল্প অর্থায়ন, নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্যখাতে প্রযুক্তি হস্তান্তর, রানা প্লাজা ধ্বংসের পর তৈরি পোশাক শিল্পে বাংলাদেশের প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে বাংলাদেশের সফলতা প্রদর্শন করা হয়। সভায় আলোচনার প্রেক্ষিতে SDG বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন এবং পর্যালোচনার জন্য দক্ষিণ অঞ্চলের দেশসমূহের অর্থ ও উন্নয়ন মন্ত্রীদের অংশগ্রহণে "Finance and Development Ministers of the South" শীর্ষক ফোরাম গঠনের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উল্লেখ্য United Nations Office for South South Cooperation (UNOSSC) কর্তৃক বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর সুদূরপ্রসারী নেতৃত্বে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি ব্যবস্থাপনা, বাণিজ্য ক্ষেত্রে উন্নয়ন এবং জনপ্রশাসনে তথ্য প্রযুক্তির উদ্ভাবনী ব্যবহারের ফলে জনগণের সেবা প্রাপ্তিতে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির স্বীকৃতিস্বরূপ "South-South Cooperation Visionary Award-2014" প্রদান করা হয়েছে।

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)

এশিয়ার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সরকারের উদ্যোগে Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যাংকের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রধানতঃ অবকাঠামো এবং অন্যান্য উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে এশিয়ার টেকসই উন্নয়ন, সম্পদ সৃষ্টি এবং যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নে উৎসাহিত করা এবং দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের সাথে ঘনিষ্ট যোগাযোগের মাধ্যমে কাজ করে আঞ্চলিক সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা। বাংলাদেশ AIIB'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হয়েছে। বাংলাদেশের মোট শেয়ারের পরিমাণ ৬,৬০৫ (প্রতিটি ১.০০ লক্ষ মাঃ ডলার মূল্যমান) এবং চাঁদার পরিমাণ ৬৬০.৫০ মিঃ মাঃ ডলার যার ২০% paid-in হিসাবে বাংলাদেশের প্রদেয় চাঁদার পরিমাণ ১৩২.১০ মিঃ মাঃ ডলার (প্রায় ১০৫৬.৮০ কোটি টাকা)। AIIB'র সদস্য

হওয়ার ফলে দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে AIIB'র অর্থায়ন গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া বোর্ড অব গভর্ণস এবং বোর্ড অব ডাইরেক্টর্স এর সভাসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সভায় অংশগ্রহণ করে AIIB'র পলিসি পর্যায়ে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হবে।